কৌরব অনলাইন ৬৬
৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫

ধীমান চক্রবর্তীর কবিতা

প্রতিদিন

এগোনো হাতে ধরা। স্বাস্থ্য পান।
কেউ কেউ সারা জীবনেও বুঝতে
পারে না। জীবনের মানে ।
পলাতক শীতকাল। কোনোদিন
আর ফিরে আসবে না।
মাফলার জড়ানো বাচ্চা মেয়ে ।
স্কুলের বেঞ্চে আকাশ আনলো।
জানলার বাইরে গেলেই
সমুদ্রের হাতঘড়ি বন্ধ হয়ে যায়।
নিরাময়কে কোনদিন জুতো
কিনে দেওয়া হয়নি । কিংবা
পাদ্রির জোব্বা । আগে
এতো খোলা ছুরি পড়ে
থাকতো না রাস্তায় । ভাবলে
কান্না পায়। বাংলায়
নামার সময় প্রতিদিনই
রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে সূর্যাস্ত।

খোঁজ

শব্দহীন জিভ। কোনদিনই

বাড়ি ফেরেনা। স্কুল ব্যাগ

প্রতিবিম্বের সাথে খেলছে।

কেউ কেউ আলো না নিয়েই। --

নিজেকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে।

উচ্চারণের ভেতর।

ইতিহাস বই খুলে। মৃত্যু

নিজেকে ঘুম থেকে জাগায়।

কানামাছি কখনোই নিরাময়

খেলেনি। গলফ না খেললেও।

শরীর খুলে দেশলাই জ্বালায়

উড়ন্ত বল। ছায়ায় আঙুলের

যে আত্মা । তাকে জানলা

খুলে দিই আরশিতে।

খেলা

দেওয়ালে ছুরির সাথে। সামান্য

স্বপ্নও ঝোলে। চারতলা ছাদে।

বন্ধ খাম খোলে। কুমকুমে

আড়মোড়া ভাঙা গরম রুটি।

শীত এখনো আসেনি। তার মধ্যে

অন্য শীত। আর একটা জানলা।

সিগারেটের আগুন কানামাছি

খেলে। গাছে গাছে জ্বলা

লণ্ঠনের সাথেও খেলে। সকাল

থেকে ছাইদানি গান গাইছে। --

মহাবিদ্যার জলকে নেমেছি খেলায়।

সূর্যাস্তের প্রতিবিম্ব।

কৌরব অনলাইন ৬৬
৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫

ওড়া

পৃথিবীর ভাষা জানিনা। স্বপ্নেও

দেখিনি। ঠিক দশ মিনিট।

কথা বললো বনগাঁ লোকাল।

চুপ করে গেলেই । একা ।

অন্ধ শার্ট খুলে পাখি উড়ে যায়।

সবার জন্য একটা মাত্র

বাড়ি থাকলে । নিজের ছায়া

নিয়ে ছায়া-রা আর গল্প

করতো না । অন্ধকার শহরে ।

টমেটোগুলো পাখিদের লাল

হয়ে আছে। রং ভাগ করে নিলে --

জানলা হয়। উচ্চারণ হয়।

ধরা

মাকড়সার জালে থাকতে থাকতে।

আমার নরক পুড়িয়ে দিয়েছি ।

সাপের গর্তে থাকতে থাকতে ।

স্বর্গের মুখোশ এবং আয়না

ধ্বংস করি।

নরম করে ধরে থাকো

জগৎপিতার কাটা জিভ ,

চতুরঙ্গের মন্তাজ।

নরম করে ধরে আছো

কুয়োয় আছড়ে পড়া রক্তাক্ত চাঁদ।

মাঝে মাঝে শহর কলকাতা

নগ্ন হয়ে হেঁটে যায় অনন্তশয়ানে ।

শকুন্তলার আংটিতে সূর্যাস্ত হয় ।

টেক্কা

সাপলুডু খেলতে খেলতে।

স্তব্ধতাকে নামিয়ে আনি ঢোলা

পাজামার কৃশ দরজায়। কেউ

কেউ রং এবং বিষাদ নিয়ে, --

হ্যারিকেনে ঘুমিয়ে পড়ে। বাবা

হ্যারিকেনে ঢুকলে। নিরাময়

মুদ্রায় কয়েক হাত বৃষ্টি

নামিয়ে আনতেন।

পুড়িয়ে দিতেন টিয়াপাখির অন্ধকার।

তাসের টেক্কার মধ্যে।

অন্য এক টেক্কা লুকিয়ে আছে।

সে আজকাল মৃত্যুর সাথে

কোঁকড়া চুলের পরিবেশ নিয়ে

আলোচনা করে।

আলোচনা করে।

ধীমান চক্রবর্তীর কাব্যচর্চা শুরু ১৯৮০র দশকে। চার দশকেরও অধিক পেরিয়ে ওঁর অনেক বই। ধীমানের কবিতার প্রধান অনুভাব নিরপেক্ষতা ও নিরাসক্তি। বাস্তবকে অতি বা পরাবাস্তব করে দেখা তাঁর প্রিয় অভ্যাস। ওঁর কবিতার ভাষা বারবার পাল্টে যায়, তার গঠনতত্ত্ব বদলে বদলে স্বকীয়তার নবজন্ম আনে। নিজের ভেতর আলো ফেলে এই পারিপার্শ্বিকতাকে নতুন আনন্দে চিনতে চান ও চলতে চান। ১৯৯০ সালের বিষ্ণু দে পুরস্কার প্রাপক। সম্পাদিত পত্রিকা - আলাপ, কবিতা ক্যাম্পাস ও ভিন্নমুখ।